রবিউল আওয়াল ১৪৪৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)

monthly

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

আলা হযরত পত্রিকা

অনলাইন সংস্করণ

সম্পাদক

খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত

মুফতী মুহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ঃ

১। মুফতী সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আশরাফী
২। মৌলানা সালমান রেজা হোসাইনি
৩। মেহেদী হাসান জামালী
৪। মৌলানা খাইরুল হাসান জামালী
৫। ক্বারী নোমান রেজা জামালী
৬। মৌলানা আব্দুল ওয়াজেদ রেজবী

আলা হযরত পত্রিকা সম্পর্কিত

১. প্রতি আরবী মাসে প্রকাশিত হবে।
২. এটি অনলাইন সংস্করণ।
৩. মাসলাকে আলা হযরত প্রচারের উদ্দেশ্যে ।
৪. ইসলাম বিষয়ক লেখা সাদরে গৃহিত হবে।
৫. পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত জানাতে কোড স্ক্যান করুন।

আলা হযরত পত্রিকা (মাসিক)
রবিউল আওয়াল ১৪৪৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সম্পাদকীয়

উরষে রেজা-তে উপস্থিতির স্বার্থকতা।।

সাম্প্রতিক উরষে রিজভী উপলক্ষে বেরেলী শহরের বিভিন্ন স্থানে উদযাপিত কনফারেন্সে- বিশেষতঃ ইসলামিয়া ইন্টার কলেজের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ও জামিয়াতু রাজার ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে প্রধান যে দুটি বিষয়ে অধিক আলোকপাত করা হয়, তা হল- রাফেজী ও সুলহে কুল্লীদের রদ বা দমন। ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কয়েক লক্ষ সুন্নি জনতার সম্মুখে এই বার্তা দেয়া হয়। মুসলিম জগতকে রাফেজি ও সুলহে কুল্লিদের আগ্রাসী ছোবলমুক্ত করতে, তাদের সম্মুখে ঢালস্বরূপ নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে, নিজে ও পরিবার, প্রতিবেশী সকলদের এদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার বিভিন্ন পন্থাও আলোচনা হয় ঐসব কানফারেন্সে । সুতরাং, আমরা সকলেই এই বার্তা জনসাধারণ নিকট পৌঁছাতে দায়বদ্ধ। নইলে বেরেলী শরীফে আমাদের উপস্থিতি হবে বৃথা। আলেম সম্প্রদায় হলেন নায়েবে রাসুল। সাধারণের কাছে শরীয়তের অমীয় বাণী প্রতিষ্ঠিত করা হলো তাদের অন্যতম কর্তব্য। সাম্প্রতিক যে সকল জড়তা ও শত্রু মুসলিম সমাজকে কলুষিত করছে, সেগুলি সম্পর্কে লোকেদেরকে সচেতন করা, তাদের উৎখাত করার সূত্র জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করাও আলিমদের গুরু দায়িত্ব। অতএব, রাফেজি ও সুলহে কুল্লীদের বাড়-বাড়ন্তকে প্রতিহত করা, তাদের সম্মূখে রুখে দাঁড়ানো সকলের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সূচীপত্র

১. ঈদে মিলাদুন্নাবী কী? ——— ৫
২. আল্লাহর পক্ষ থেকে মহৎ ফজল ও রহমত হলেন প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : ——— ৭
৩. ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের ফযীলাত : ——— ৮
৪. আক্বায়ে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দেহ মুবারক ——— ১০
৫. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমণের ১০০০ বছর পূর্বে মিলাদ শরীফের উদযাপন ——— ১২
৬. মুক্তাদীর ওপর কি ফাতিহা পড়া ওয়াজিব? ——— ২৩
৭. শীয়াদের ব্যাপারে ফাতাওয়া ——— ২৫
৮. ১০৬ তম উরসে রেজবী ——— ২৯
৯. প্রিয় নাবীর আগমন (নাত শরীফ) ——— ৩৫
১০. মাইয়্যাতকে কবরে কাত করে শোয়ানোর শরয়ীবিধান ——— ৩৬
১১. রবিউল আওয়াল মাসের ক্যুইজ ——— ৩৯
১২. সফর মাসের ক্যুইজের উত্তর ——— ৪০

ঈদে মিলাদুন্নবী কী এবং কেন পালন করা হয়?

ঈদ হল আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল- খুশী হওয়া, ফিরে আসা, আনন্দ উৎযাপন করা ইত্যাদি। মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে প্রিয় নবীজীর আগমনকে বুঝায়। আর 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে নবীজীর আগমনে খুশী উৎযাপন করাকে বুঝায়।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তিতে খুশি পালন কর, যা তোমাদের সমস্ত ধন দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। (সূরা ইউনুস-৫৮)

অপর স্থানে এসেছে,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم

এবং স্মরণ কর আল্লাহর নিয়ামতকে যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে -(সূরা বাক্বারা-২৩১)

আবার আরেক আয়াতে বলা হয়েছে...

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

হে হাবীব, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি-

(সূরা আম্বিয়া-১০৭)

এই তিনটি আয়াত একত্রিত করলে এটা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত। তাই তিনি যেদিন দুনিয়াতে তাশরীফ এসেছেন, সেদিনকে স্মরণ করে আমাদের খুশি পালন করা জরুরী। আর এই মহৎ উদ্দেশ্যকেই বলা হয় ঈদ ই মিলাদুন্নবী। অর্থাৎ নবীজীর আগমনে খুশী উৎযাপন করা। খুশী বলতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন, নবীর শানে দরুদ

পড়া, জিকির করা, নবীজির জীবনী নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি।

এবার আসছি কঠিন এক প্রশ্নে, আপনারা অনেকে হয়তো বলতে চাচ্ছেন বা বলবেন, আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম নিজেই মিলাদুন্নবী পালন করেছেন কিনা?

হ্যাঁ। নবীজী নিজেই নিজের মিলাদের দিনকে পালন করতেন। মুসলিম শরীফের একটি হাদিস দিয়েই তার প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করছি।

হযরত আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামার দরবারে আরজ করা হলো- তিনি প্রতি সোমবার রোজা রাখেন কেন?

উত্তরে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দিনে আমার জন্ম হয়েছে, এই দিনেই আমি প্রেরিত হয়েছি এবং এই দিনেই আমার উপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়।

দলীলঃ-

(সহীহ মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ৮১৯ পৃষ্ঠা, বায়হাকী আহসানুল কুবরা, ৪র্থ খন্ড ২৮৬ পৃ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৫ম খন্ড ২৯৭ পৃ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪র্থ খন্ড ২৯৬পৃঃ হিলিয়াতুল আউলিয়া ৯ম খন্ড ৫২ পৃঃ)

আল্লাহর পক্ষ থেকে মহৎ ফজল ও রহমত হলেন প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

পূর্বে বর্ণিত সূরা ইউনূসের ৫৮ নং আয়াতের দ্বারা দুটি বিষয়, আল্লাহর ফজল এবং রহমত প্রাপ্তির উপর আনন্দ পালন করার হুকুম দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, এখানে ফজল এবং রহমত পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করা হল এবং এর তাৎপর্য কি? কোরআনে হাকীমের বর্ণনার নিয়মাবলীর মধ্যে এটাও একটা নিয়ম যে, যখন ফজল এবং রহমতের উল্লেখ হয়, তখন তাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মহান জাতের অর্থ প্রমাণ হয়। এর দলীল সম্পর্কে পরে আসব। প্রথমেই দেখতে হবে যে, বর্ণিত আয়াতে কারীমায় ফজল ও রহমত দ্বারা কি বুঝায় বা কি প্রমাণ করে।

কোরআনেরব্যাখ্যায় কোরআন ঃ

আমরা যদি বর্ণিত আয়াতের তাফসীর করতে কোরআনের অন্যান্য আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তা হলে বিষয়টি তাত্ত্বিকগতভাবে বা গভীর তথ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান জাতই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন -এর ফজল এবং তাঁর রহমত। রহমত শব্দের ব্যাখ্যা সুরা আম্বিয়া এর এই আয়াত থেকে হয়, যেথায় হুজুর এর পূর্ণ মর্যাদার এক সেফাতী লক্কব রহমাতাল্লিল আলামীনএর বর্ণনা এসেছে। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্ট শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে রাসূলে মকবুল কে 'রহমত' ক্বারার দিয়েছেন।

এবং (আয় রাসূলে মুহতাশাম!

আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, বরং গোটা জাহানের জন্য (আপনাকে) রহমত বানিয়ে। অর্থাৎ হে রাসূল! আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি।

হুজুর আলাইহিস সালাম কে তামাম জাহানের জন্য রহমত বানানো হয়েছে। যার মধ্যে শুধু ভূপৃষ্ঠই নয়, বরং সমগ্র আলমও শামিল। তাই বলতে হবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রহমতের দায়েরা (বেষ্টনী) গোটা মানবতাকে ঘিরে রেখেছে। সর্ব শ্রেণীর মানুষের পথ প্রদর্শন ও হেদায়াতের জন্য দয়াল নবী রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-প্রেরিত হয়েছেন। অতএব প্রতিভাত হল যে,

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু- এর ফজল এবং তাঁর রহমত রাসূলে পাক এর অবয়বে রুপান্তর হয়ে পার্থিব জগতে দ্বীপ্তিমান হয়েছে। কোরআন মাজীদে অনেক স্থানে হুযুর আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর ফজল ও তাঁর রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ূতী সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের ফযীলাত ঃ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পবিত্র মিলাদ উদযাপনে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুসলমানরাই এই সকল কল্যাণ এর অধিকারী, এমনকি কোন কাফের যদি মিলাদ পালনের মনস্থ করে তাহলে সেও কিছু কল্যাণের অধিকারী হতে পারে।

এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ স্বরূপ দলিল দেওয়া যায়, যা বোখারী শরীফের মধ্যে বিদ্যমান। আবু লাহাব যে কুফর অবস্থায় মারা যায়। তার ব্যাপার ছিল এরূপ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের পর আবুলাহাব তার বাকি জীবন ইসলাম ও পায়গম্বরে ইসলামের বিরোধিতায় অতিবাহিত করে। তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এর চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বপ্ন যোগে দেখেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মৃত্যুর পর তোমার অবস্থা কেমন কাটছে? এর উত্তরে আবু লাহাব বলে, দিবানিশি কঠোর আজাবে লিপ্ত থাকি, কিন্তু যখন যখন সোমবার দিন আসে সেদিন আযাবের পরিমাণে কিছু লাঘব করে দেয়া হয়। আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা নির্গত পানি পান করে কিছুটা স্বস্তি বোধ করি। আর এই আজাব হ্রাসের কারণ হলো- আমি সোমবার দিন আমার ভাতিজা (সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম)- এর জন্মের খুশি শুনে নিজের খাদেমা শোয়াইবা কে উক্ত আঙুল সমূহের ইশারা দ্বারা মুক্ত করে দিয়েছিলাম। (সহীহ বুখারি হাদিস নাম্বার ৫১০১)

উক্ত ঘটনা হযরত জয়নাব বিনতে আবু সালমা হতে বর্ণিত। যা মুহাদ্দিসদের বৃহৎ দল মিলাদের ঘটনায় বর্ণনা করেছেন।

মুহাক্কীক আলাল ইতলাক, শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর লিপিবদ্ধ করেছেন যে, উক্ত বর্ণনা মিলাদের সময়ে খুশী মানানো, সদকা খায়রাতকারীদের জন্য দলিলী সনদ।

আক্বায়ে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দেহ মুবারক

হযরত আব্দুল মুস্তাফা আজমী

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ'র দেহ মুবারক উজ্জ্বল গৌর বর্ণের ছিল। মনে হতো যেন তাঁর দেহ মুবারক গলিত রুপা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। (শামাইলে তিরমিযী,পৃ.২)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তাঁর দেহ মুবারক অত্যন্ত কোমল ছিল। রেশমী কাপড়েও রাসূল ﷺ'র দেহ মুবারকের চাইতে বেশি কোমলতা অনুভব করিনি। রাসূল ﷺ এর দেহ মুবারকের চেয়ে বেশি সুগন্ধ অন্য কোনো সুগন্ধিতে পাইনি। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৩)

হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেন তা চাঁদের একটি টুকরা। এমনটা দেখে আমরা রাসূল ﷺ' এর আনন্দ ও খুশি হওয়া বুঝে নিতাম। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃ.৫০২)

রাসুল পাক ﷺ এর পবিত্র চেহারায় ঘামের ফোটা মনি মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করত, তাতে কস্তুরীর চাইতেও উৎকৃষ্ট সুবাস ছিল। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর আম্মাজান হযরত বিবি উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ এর জন্য একটি চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন, রাসূল ﷺ তার উপর দুপুরে কায়লুলা (ঘুম) করতেন। ঐ বিছানায় রাসূল ﷺ

'র দেহ মুবারক থেকে যে ঘাম মুবারক পড়ত তা তিনি একটি শিশিতে জমা করতেন, তারপর ঐ ঘাম মুবারক তিনি তাঁর সুগন্ধির সাথে মেশাতেন। হযরত আনাস ওয়াসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমার ওয়াফাতের পর আমার দেহে এবং কাফনে যেন সেই সুগন্ধিই লাগানো হয় যার মাঝে রাসূল ﷺ'র ঘাম মেশানো হয়েছিল। (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড পৃ. ৯২৯, বুখারী শরীফ, ১খন্ড, পৃ. ৩৬৫)

ইমাম আহামাদ রাযা খান রহমতুল্লাহ আলায় বলেন,

"হুসন খাতা হ্যায় যিস কি নমক কি কাসাম
ওহ মালিহে দিলারা হামারা নবী ﷺ।।"

"হুসন সব ফিকে যাবতাক না মাযকুর হো,
ওহ নমকীন হুসনওয়ালা হামারা নবী ﷺ।"

"উনকী মেহেক নে দিল কে গুঞ্চে খিলা দিয়ে হ্যায়,
যিস রাহ চল দিয়ে হ্যায় কুচে বাসা দিয়ে হ্যায়।।
ওয়াল্লাহ যো মিল যায়ে মেরে গুল কা পাসিনা,
মাঙ্গে না কাভি ইত্র না ফির চাহে দুলহন ফুল।।"

তথ্যসূত্র - শায়েখুল হাদিস হজরত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী সাহেব রহমতুল্লাহ আলায় রচিত 'সীরাতে মুস্তাফা ﷺ' থেকে সংকলিত।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমণের ১০০০ বছর পূর্বে মিলাদ শরীফের উদযাপন

এম এস সাক্বাফী,পশ্চিম বর্ধমান

সর্বকালে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণকীর্তন হয়েছে এবং হতে থাকবে। কেন না আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল্লা স্বয়ং ক্বুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ-হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার শান বা মর্যদাকে উচ্চ করেছি (আল ক্বুরআন)। সর্বদা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে ফায়েজ ও বরকত লাভ করেছেন করতে থাকবেন।

কিন্তু, অপরদিকে কিছু শয়তানের চ্যালাচম্পটরা একটা মিশন চালু করেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মান্যকারীদেরকে কিভাবে শয়তানের গুলাম বানানো যায়। সেই শয়তানের চ্যালারা এটা জানে যে, সাধারণতঃ বেশীরভাগ আলিম সম্প্রদায় হল গরীব। বর্তমানে একজন ডি গ্রুপের সরকারি কর্মচারীর বেতন ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা, সে পিওনও হতে পারে এবং মেথরও হতে পারে, কিন্তু অপরদিকে একজন হাফিয কিংবা আলিমের বেতন হচ্ছে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা। অথচ, মাসজিদ কিংবা মাদ্রাসার সেক্রেটারিরা মনে করে আমরা ৭ বা ৮ নয়, বরং ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা বেতন দিচ্ছি। তারা মাসজিদে বা মাদ্রাসায় জয়েন্টের সময় কমিটি হাফিয ও আলিমের এমন ইন্টারভিউ নেন যে, মনে হয় এটা কোন সরকারি চাকরির

পরীক্ষা।আবার তাদের জন্য এটা শর্ত রাখা হয়, আপনি এটা করবেন এবং এটা করবেন না। অর্থাৎ নিজেদের ইশারাতে নাচাতে চান। এটা করবেন এবং এটা করবেন না, এর অর্থ হল খোলামেলাভাবে সুদের ব্যাপারে বলতে পাবেন না। কেননা, এখন পশ্চিমবঙ্গে ৯০ শতাংশ বাড়িতে বন্ধন ও গ্রুপ লোনের মাধ্যমে সুদের ব্যাপক লেনদেন চলছে। এছাড়া আরো হারাম কাজ আছে যেগুলি সম্বন্ধে বলতে নিষেধ করা হয়, সেদিকে আমি যাচ্ছি না,বলতে লাগলে একটা দফতর লেগে যাবে। নিজেরা খোলা ষাড়ের মত সমস্ত হারাম কাজ করে যায়, কিন্তু মাসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার শিক্ষক যদি বিন্দু পরিমাণ ভূল করে তবে তাকে বের করতে সামান্য পরিমাণও দেরি করে না।

শয়তানের চ্যালারা এই কারণ জানার পর ভারত বর্ষের কোনায় কোনায় নিজেদের সুলেহ কুল্লির প্রতিষ্ঠান বানিয়ে প্রথমে সুন্নী আলিম হযরতদেরকে টার্গেট করে তাদের ঈমানকে নষ্ট করার জন্য প্রথমে মাসজিদের ঈমামদের মাক্তাব দেওয়া হয়.। এবং ১থেকে ২ হাজার টাকা মাসে ভাতা দেয়। এর বিনিময়ে তারা নিজেদের ছেলেকে এবং যে গ্রামে থাকেন সেখানকার ছেলেদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়। পশ্চিম বঙ্গের মাসলাকে আলা হাযরাত এর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানও এর কবলে পড়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণও নিজেদের সন্তানকে নিজেরা যেখানে পড়ায় সেখানে না পড়িয়ে ঐ সুলেহ কুল্লি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেয়।

তবে, সমস্ত আলিমদের জন্য বলছি না। কেন না এখনোও পর্যন্ত অনেক খাঁটি সুন্নী রয়েছেন আল্লাহ্ যাদের ঈমানকে হিফাযত

করেছেন। ইনারা ২ হাজার কেন ২ লাখ টাকাদিলেও সুলেহ কুল্লিদের সাথে মিশবে না। আলহামদু লিল্লাহ! হয়তঃ ইনাদের জন্যই ইসলাম টিকে আছে।

কিন্তু সুন্নী নামধারি বড়আলিমগণ টাকা পেয়ে তারা টাকার গুলাম হয়ে সুলেহ কুল্লিদের পথ অবল স্বন করেছে এবং সমাজের নিরিহ সুন্নী আলিমগণের ঈমানকে নষ্ট করার জন্য হাত ধুয়ে পড়ে গেছে।আল্লাহ এই টাকার গুলামদেরকে হিফাযত করুন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। অবগত করার জন্য বলে রাখা দরকার যে, পশ্চিম বঙ্গের আমার জানা মতে বর্তমানে সুলেহ কুল্লিদের প্রতিষ্ঠান হল বীরভূ ম জেলার ভীমপুরের দারুল হুদা। ইনশা আল্লাহ্ হাজার চেষ্টার পরেও এই সুলেহ কুল্লিরা সাধারণ মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করতে পারবে না,কারণ তাদের সাথে লড়াই করার জন্য আলিম তৈরি আছেন যাদের সাথে বসার মত বুকের পাটা এদের নেই। ঐধরনের একজন আলিম হলেন মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারি সাহেব। আজ পর্যন্ত সুলেহ কুল্লিরা তার সাথে বসার মত সাহস করতে পারলো না। এত কথা বলার কারণ হল বর্তমানে বদ মাযহাব এবং ফরাজিদের চেয়ে সাধারণ মুসলমানদের বড় শত্রু হল এই সুলেহ কুল্লিরা।

আসুন এবারে ঘটনারদিকে আসি

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের এক হাজার বছর পূর্বে ঈয়ামেনের বাদশা মিলাদ শরীফের খুশি মানিয়েছেন। কিন্তু এখন কিছু নামধারি মুসলমান ঈদে মিলাদুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোরবিরোধিতা করছে

এবং সমাজের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে সাধারণ সুন্নী মুসলমান ভাইবোনেদের ঈমানকে নষ্ট করে জাহান্নামের উপযোগী করে তুলছে। সাধারণ সুন্নী মুসলমান যুবক ভাইবোনেরা ইউটুব এবং ফেসবুকের মধ্যে সেই সুলেহ্কুল্লি এবং বদ মাযহাবের কূচক্রে পড়ে ইসলামের মধ্যে নব ফিতনার সৃষ্টি করছে। কিন্তু ঈয়েমেনের বাদশা এভাবে মিলাদ শরীফের খুশি মানিয়েছেন যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পৃথিবীতে আবির্ভাবের এক হাজার বছর আগে ইয়ামনের বাদশাহ ছিলেন তুব্বে আউয়াল হোমাইরী। তিনি একবার স্বীয় রাজ্য পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন।তাঁর সাথে ছিল বার হাজার আলেম ও হাকিম, এক লক্ষ বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ তের হাজার পদাতিক সিপাই। এমন শান শওকতে বের হয়ে ছিলেন যে যেখানেই গেছেন,এ দৃশ্য দেখার জন্য চারিদিক থেকে লোক এসে জমায়েত হয়ে যেত। ভ্রমন করতে করতে যখন মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর এ বিশাল বাহিনীকে দেখার জন্য মক্কাবাসীরা কেউ এলেন না। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং উজীরে আযমকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উজীর তাকে জানালেন, এ শহরে এমন একটি ঘর আছে যাকে বায়তুল্লাহ বলা হয়। এ ঘর ও এ ঘরের খাদেমগণ এখ ানকার বাসিন্দাগণকে পৃথিবীর সমস্ত লোক সীমাহীন সম্মান করে। আপনার বাহিনী থেকে অনেক বেশী লোক নিকটবর্তী ও দূর-দূরান্ত থেকে এ ঘর জিয়ারত করতে আসে এবং এখানকার বাসিন্দাগণের সাধ্যমত খেদমত করে চলে যায় । তাই আপনার

বাহিনীর প্রতি উনাদের কোন আকর্ষণ নেই।

এটা শুনে বাদশার রাগ আসলো এবং কসম করে বললেন, আমি এ ঘরকে ধূলিসাৎ করবো এবং এখানকার বাসিন্দাগণকে হত্যা করবো। এটা বলার সাথে সাথে বাদশাহর নাক মুখ ও চোখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো এবং এমন দুর্গন্ধময় পূঁজ বের হতে লাগলো যে ওর পাশে বসার কারো সাধ্য রইলো না। এ রোগের নানা চিকিৎসা করা হলো কিন্তু কোন কাজ হলো না। সন্ধ্যায় বাদশার সফর সঙ্গী উলামায়ে কিরামের একজন আলিমে রব্বানী নাড়ী দেখে বললেন, রোগ হচ্ছে আসমানী কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে দুনিয়াবী । হে বাদশাহ মহোদয়, আপনি যদি কোন খারাপ নিয়ত করে থাকেন, তাহলে অনতিবিলম্বে সেটা থেকে তওবা করুন। বাদশাহ মনে মনে বায়তুল্লাহ শরীফ ও এর খাদেমগণ সম্পর্কিত স্বীয় ধারণা থেকে তওবা করলেন এবং তওবার সাথে সাথে রক্ত ঝরা ও পূঁজ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আরোগ্যের খুশীতে বাদশাহ বায়তুল্লাহ শরীফে রেশমী গিলাফ চড়ালেন এবং শহরের প্রত্যেক বাসিন্দাকে সাতটি সোনার মুদ্রা ও সাত জোড়া রেশমী কাপড় নজরানা দিলেন।

অতঃপর এখান থেকে মদীনা মনোয়ারা গেলেন, সফর সঙ্গী উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা আসামানী কিতাব সমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা সেখানকার মাটি শুঁকে ও পাথর পরীক্ষা করে দেখলেন যে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের স্থানের যেসব আলামত তাঁরা পড়েছিলেন এ জায়গার সাথে এর মিল দেখলেন, তখন তাঁরা সংকল্প করলেন,

আমরা এখানে মৃত্যু বরণ করবো এবং এ জায়গা ত্যাগ করে কোথাও যাব না। আমাদের কিসমত যদি ভাল হয়, তাহলে কোন এক সময় শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলে আমরাও সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করবো।

অন্যথায় কোন এক সময় তাঁর(আলাইহিস সালাম) পবিত্র জুতার ধূলি উড়ে আমাদের কবরের উপর নিশ্চয় পতিত হবে, যা আমাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

এটা শুনে বাদশাহ ঐসব আলেমগণের জন্য চারশ ঘর তৈরী করালেন এবং সেই বড় আলেমে রব্বানীর ঘরের কাছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে দোতলা বিশিষ্ট একটি উন্নত ঘর তৈরী করালেন এবং অসিয়ত করলেন যে, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনবেন, তখন এ ঘর যেন তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরামগাহ হয়। ঐ চারশ আলিমগনকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করলেন এবং বললেন আপনারা এখানে স্থায়ীভাবে থাকুন। অতঃপর সেই বড় আলেমে রব্বানীকে একটি চিঠি লিখে দিলেন এবং বললেন, আমার এ চিঠি শেষনবীর খেদমতে পেশ করবেন। যদি আপনার জিন্দেগীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব না ঘটে, তাহলে

আপনার বংশধরকে অসিয়ত করে যাবেন, যেন আমার এ চিঠিখানা বংশানুক্রমে হেফাজত করা হয়, যাতে শেষ পর্যন্ত শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করা যায়। এরপর বাদশাহ দেশে ফিরে গেলেন ।

সেই চিঠি এক হাজার বছর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করা হয়েছিল। কিভাবে পেশ করা হয়েছিল এবং চিঠিতে কি লিখা ছিল, তা শুনুন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানমানের বাস্তব নিদর্শন অবলোকন করুন।

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল, অধম বান্দা তুব্বে আউয়াল হোমাইরীর পক্ষ থেকে শাফীউল মুযনাবীন সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।।

হেআল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ঈমান আনলাম এবং আপনাব. (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি যে কিতাব নাযিল হবে, সেটার উপরও ঈমান আনলাম। আমি আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধর্মের উপর আস্থাশীল ।

অতএব, যদি আমার আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়, তাহলে খুবই ভাল ও সৌভাগ্যের বিষয় হবে। আর যদি আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)সাক্ষাত নসিব না হয়, তাহলে আমার জন্য মেহেরবাণী করে শাফায়াত করবেন এবং কিয়ামত দিবসে আমাকে নিরাশ করবেন না । আমি আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম উম্মত এবং আপনার(সাল্লাল্লাহু আঙ্ম লাইহি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভাবের আগেই আপনাব. (সাল্লাল্লাহু আঙ্ম লাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়াত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ এক এবং আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সত্যিকার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

ইয়ামনের বাদশাহর এ চিঠি বংশানুক্রমে সেই চারশ ওলামায়ে কিরামের পরিবারের মধ্যে প্রাণের চেয়ে অধিক যত্ন

সহকারে রক্ষিত হয়ে আসছিল। এভাবে একহাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐসমস্ত উলামায়ে কিরামের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেড়ে মদীনার অধিবাসী কয়েকগুন বৃদ্ধি পেল। এ চিঠি ও অসিয়ত নামাও সেই বড় আলেমে রব্বানীর বংশধরের মধ্যে হাত বদল হতে হতে হযরত আবু আয়ুব আনসারী রাদ্বী আল্লাহ আনহু এর হাতে এসে পৌঁছে। তিনি এটা তাঁর বিশিষ্ট গোলাম আবু লাইলার হেফাজতে রাখেন।

যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে হিজরত করে মদীনা মনোয়ারার প্রান্তসীমায় পর্দাপন করেন, সানিয়াতের ঘাটিসমূহ থেকে তাঁব. (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উষ্ট্রী দৃষ্টি গোচর হলো, তখন মদীনার সৌভাগ্যবান লোকেরা মাহবুবে খোদার অভ্যর্থনার জন্য নারায়ে রেসালতের শ্লোগান দিয়ে দলে দলে এগিয়ে গেলেন, অনেকে ঘরবাড়ী সাজানো ও রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিয়োজিত হলেন, অনেকে দাওয়াতের আয়োজন করতে লাগলেন, সবাই এটাই অনুময়-বিনয় করছিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তশরীফ রাখুক। হুযুর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, আমার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উষ্ট্রীর লাগাম ছেড়ে দাও। যে ঘরের সামনে গিয়ে এটা দাঁড়াবে এবং বসে যাবে, সেটাই হবে আমার অবস্থানের জায়গা। উল্লেখ্য যে, ইয়ামনের বাদশাহ তুবের আউয়াল হোমাইরী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দোতলা বিশিষ্ট যে ঘর তৈরী করে ছিলেন, সেটা তখন হযরত আবু আয়ুব আঙ্গ নসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর

অধীনে ছিল। উষ্ট্রী সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লোকেরা আবু লাইলাকে গিয়ে বললেন, ইয়ামনের বাদশাহর সেই চিঠিখানা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে এসো। সে যখন হুযুব. (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে হাজির হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ফরমালেন তুমি আবু লাইলা? এটা শুনে আবু লাইলা আশ্চর্য হয়ে গেল। পুনরায় ফরমালেন, আমি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ইয়ামনের বাদশার সেই চিঠিটা যেটা তোমার হেফাযতে আছে, সেটা আমাকে (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) দাও। অতঃপর আবু লাইলা সেই চিঠি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি পাঠ করে ফরমালেন, নেক বান্দা তুব্বি আউয়ালকে অশেষ মুবারকবাদ। ---------- (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন,সাচ্চিহিকায়াত,ইবনে আসাকির,মিজানুল আদিয়ান পৃষ্ঠা-১৭১)।

এই প্রবন্ধ থেকে যা যা শিক্ষা পেলাম

১)আল্লাহ্ পাক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান বা মর্যদাকে উচ্চ করেছেন।

২) শয়তানের চ্যালাচম্পটরা একটামিশনচালুকরেছেযে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মান্যকারীদেরকে কিভাবে শয়তানের গুলাম বানানো যায়।

৩) পশ্চিম বঙ্গের বর্তমানে সুলেহ কুল্লিদের প্রতিষ্ঠান হল বীরভূম জেলার ভীমপুরের দারুল হুদা।

৪)সম্মাণিত হাফিয ও উলামাদের সরকারি ডি গ্রুপের কর্মচারির

বেতন বেশী।

৫)বর্তমানে বেশীরভাগ মাসজিদ মাদ্রাসার সেক্রেটারিগণ না জায়েয ভাবে সম্মাণিত হাফিয ও উলামাদের উপর হুকুম চালায়।

৬)পশ্চিম বঙ্গের বড় বড় সুন্নী প্রতিষ্ঠান সুলেহ কুল্লিদের কবলে পড়ে গেছে।

৭) ভারত বর্ষের বড় বড় সুন্নী আলিমগণ টাকার লোভে সুলেহ কুল্লি হয়ে গেছে।

৮)সাধারণ সুন্নী হযরতগণের বড় বড় সুন্নীনাম ধারী সুলেহ কুল্লি আলিমদের নিকট থেকে বাঁচা খুব কষ্টকর।

৯)পশ্চিম বঙ্গে মুসলিমদের মধ্যে ৯০ শতাংশ বাড়িতে বন্ধন ও গ্রুপ লোনের মাধ্যমে সুদের ব্যাপক লেনদেন চলছে।

১০) বর্তমানে বদ মাযহাব এবং ফরাজিদের চেয়ে সাধারণ মুসলমানদের বড় শত্রু হল এই সুলেহ কুল্লিরা।

১১) মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারি সাহেবের মত সুন্নী আলিমগণ সুলেহ কুল্লিদের সাথে লড়ার জন্য তৈরি আছেন।

১২) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের এক হাজার বছর পূর্বে ঈয়েমেনের বাদশা মিলাদ শরীফের খুশি মানিয়েছেন।

১৩)কাবা শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের এক হাজার বছর পূর্বে গিলাফ চড়ানো হয়েছে।

১৪)ইয়ামেনের আলিমগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের খুশিতে বিরান জায়গাতে থেকে গেছেন যেটা এখন মাদীনা শরীফ।

১৫)ইয়েমানের বাদশা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ চেয়েছেন অর্থাৎ তার আক্বীদা ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সুপারিশ করতে পারবেন।

১৬) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমণের খুশিতে চার শত ভালো ভালো বাড়ি তৈরি করেছিলেন ইয়েমানের বাদশা।

১৭) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী পর্যন্ত একহাজার বছর পূর্বের খবর সম্বন্ধে অবগত। তার জন্য উষ্ট্রী হযরত আবু আইয়ুব আন সারি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির সামনে বসেছিল

১৮)মাদীনা বাসিগণ ঘরবাড়ী সাজানো ও রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিয়োজিত হলেন, অনেকে দাওয়াতের আয়োজন করতে লাগলেন কেন না সেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন ঘটবে।

১৯) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের খুশিতে মাসজিদ,মাদ্রাসা, ঘর-বাড়ি,সাজানো,রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা,দাওয়াত করা হল সম্মাণিত মাদীনা বাসিদের সুন্নাত বা পদ্ধতি।

মুক্তাদীর ওপর কি ফাতিহা পড়া ওয়াজিব?

সিররি (চুপিচুপি) ও জাহরি (উচ্চস্বরে) কোন ক্ষেত্রেই মুক্তাদী ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়বে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীলাদি উপস্থাপন করা হলঃ

দলিলসমূহ ঃ

মুক্তাদীর কিরাআত বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ও অত্যন্ত স্পষ্ট দলিল হচ্ছে আল্লাহ পাকের এই নির্দেশনা

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা সবাই সে দিকে কান লাগিয়ে রেখো এবং নীরব থেকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়।'

(সুরা আ'রাফ ঃ ২০৪)

এই আয়াতে পাক চূড়ান্ত ফায়সালা দিচ্ছে যে, ইমাম জোরে কিরাআত পড়লে মুক্তাদী দের জন্য শোনা আবশ্যক। আর ইমাম আস্তে পড়লে সে নীরব থাকবে।

নিষেধারোপেররেওয়ায়েতসমূহ

মুক্তাদীর জন্য কিরাআতের প্রয়োজন নেই, বরং কিরাআত মকরুহ। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যার একটির বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. পাঁচজন সাহাবায়ে কেরাম থেকে হুযুর আকরম-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ বর্ণিত

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

'যে ব্যক্তি মুক্তাদী হয়ে নামাজ পড়ে, ইমামের কিরাআত তারই কিরাআত হবে।' (ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস ৮৫০)

আর সূরা ফাতিহাও কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য যেভাবে ইমামের পড়া সূরাসমূহ মুক্তাদীর অংশ গণ্য হয়, ফাতিহাও সে হিসেবে গণ্য হবে।

ফকীহদের নিকট হুকুম ঃ

১. ইমামে আযম, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) -দের নিকট সর্বাবস্থায় নামাজ সিররি হোক বা জাহরি এবং মুক্তাদী ইমামের কিরাআত শুনতে পাক বা না পাক-মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয নয়, বরং মকরুহে তাহরীমী।

আদ-দুররুল মুখতারে আছে, 'মুক্তাদী একদমই কিরাআত পড়বে না এবং সিররি নামাজেও সর্বসম্মতভাবে ফাতিহা পড়বে না। আর যে বক্তব্য ইমাম মুহাম্মদ-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা দুর্বল, যেমন ইবনে হুমাম বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যদি মুক্তাদী কিরাআত পড়ে, তবে তা মকরুহ তাহরীমী হবে।

দুরারুল বিহারে আছে, খুওয়াহরজাদা'র মাবসূত থেকে বর্ণনা করা হয়েছে শক্তিশালী দলিলের ওপর আমল করাই শ্রেয়। তাছাড়া কিরাআত পড়ার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হওয়া অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। অতএব কিরাআত নাজায়েয হওয়াই শক্তিশালী।

শীয়াদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পীর-মাশায়েখ ও সম্মানিত বুযুর্গগণের ফাতাওয়া

হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আনাস রাযিআল্লাহু আন হুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আখেরী যামানায় একদল লোক হবে, যারা আমার সাহাবীগণের দোষচর্চা ও সমালোচনা করবে। (হে আমার উম্মতেরা) তোমরা তাদের মজলিসে বসবে না, তাদের সাথে বসে খানাপিনা করবে না, তাদের সাথে আত্মীয়তা করবে না, তাদের জানাযার নামায পড়বে না এবং তাদের সাথে একত্রিত হয়ে নামায পড়বে না। (গুণিয়াতুত ত্বালিবীন ১৭৯)

হুযুর তাজুশ্‌শরীয়া আল্লামা আখতার রেজা খান আযহারী রহমাতুল্লাহি আলাই ইরশাদ করতেন, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় ফিৎনা হল রাফেজীয়াত ও সুলহে কুল্লি ফিৎনা।

১. হযরত ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ليغيظ بهم الكفار এর তাফসীরে বলেন, রাফিজীদের (শীয়াদের) কুফরীর কুরআনি দলিল হল- সাহাবীদের দেখলে তাদের জ্বলন সৃষ্টি হয়। এজন্য তারা কাফির। (আল ইতিসাম ২/১২৬১, রুহুল মাআনী, পারা ২৬)

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হল, যারা আবু বকর, উমর ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের গালি দেয়, তাদের

বিধান কি? উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন- আমি তাদের মুসলমানই মনে করি না। (আস সুন্নাহ, খল্লাল ২/৫৫৭)

৩. কাজী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কথা বলে,যারদ্বারাউম্মতগুমরাহ আখ্যায়িত হয় এবং সাহাবায়ে কিরামদের কাফির ব্যক্ত করে, আমরা সুনিশ্চিতভাবে তাকে কাফির বলি। এমনিভাবে যারা কুরআনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা কমবেশিতে বিশ্বাসী (তারাও কাফির)। (কিতাবুশ শিফা ২/২৮৬)

৪. উলামা ও সূফীগণের ইমাম, গাওসে আযম, বাগদাদের প্রধান মুফতী হযরত আবদুল কাদির জিলানী হাম্বলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শীয়াদের কুফরী আকীদা সমূহ যেমন কুরআনের তাহরীফ, ইমামদের নিষ্পাপতা, ফিরিশতাগণের মানহানি ইত্যাদির বর্ণনায় শীয়াদেরকে কাফের এবং ইসলাম ও ঈমান থেকে খারিজ বলেছেন। (গুণিয়াতুত ত্বালিবীন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২০)

৫. প্রসিদ্ধ ফতোয়াগ্রন্থ বাযাযিয়ার লেখক বলেন, আবু বকর এবং উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার খেলাফতকে অস্বীকারকারী কাফির।

হযরত আলী, তালহা, যুবায়ের এবং হযরত আয়শা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমকে যারা কাফির বলে, তাদেরকে কাফির বলা ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে বাযাযিয়া ৩/৩১৮)

৬. মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার খেলাফতকে অস্বীকার করে, সে কাফির। কেননা তাঁদের উভয়ের খেলাফতের উপর সাহাবায়ে

কিরামের ইজমা রয়েছে। (শরহে ফিকহে আকবার ১৯৮)

৭. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বরচিত 'রদ্দে রাওয়াফিজ' কিতাবে লিখেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সমস্ত সাহাবী থেকে উত্তম। তাই এই কথা স্পষ্ট যে, তাঁদেরকে কাফির বলা, তাঁদের মানহানি করা কুফরী, যিন্দিকী এবং গুমরাহীর কারণ। (রদ্দে রাওয়াফিজ ৩১)

৮. প্রসিদ্ধ ফতোয়াগ্রন্থ আলমগিরীতে বর্ণিত আছে, রাফিজী (শীয়ারা) যদি হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার শানে গোস্তাখি করে এবং তাঁদের উপর লানত করে, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে কাফির।

রাফিজীরা ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত এবং কাফির। আর শরীয়তে তাদের বিধান মুরতাদের মত। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী ২/২৬৮)

৯. আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উপর অপবাদ দিবে বা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহাবী হওয়াকে অস্বীকার করে, তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (শামী ২/২৯৪)

১০. হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যারা বলে হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা জান্নাতী নন, তারা যিন্দীক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কাউকে নবী বলা যাবে না, কিন্তু নুবুওয়াতের

হাকিকত যেমন কোন মানুষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া, তাঁর আনুগত্য ফরজ হওয়া এবং তাঁদের মাসূম হওয়া- এইসব গুণাবলি আমাদের ইমামদের মধ্যে আছে,

এরূপ আকীদা পোষণকারী যিন্দীক। আর মুতাআখখিরীন হানাফী ও শাফিয়ীদের ঐকমত্যে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। (মুসাওয়াশরহেমুআত্তামুহাম্মদ)

রাফেযীদের জন্য আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতওয়া

রাফেযীরা যদি আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শাইখায়েন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে তারা হল বাদমাযহাব। যেরূপভাবে খোলাসা ও আলমগিরিতে বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি রাফেজিরা শাইখাইন কিংবা তাদের মধ্যে কারো একজনার খেলাফতকে অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে ফকিহগণ তাদের কাফের বলেছেন, এবং মোতাকাল্লেমগণ শুধু বদমাযহাব বলেছেন। আর এই মতেই সতর্কতা অধিক রয়েছে।

আবার রাফেযীরা যদি আল্লাহর প্রতি কোন হুকুম ব্যক্ত করে বাদা' হওয়ার ধারণা করে। কিংবা এই ধারণা করে যে, বর্তমান কোরআন হল অসম্পূর্ণ। সাহাবা কিংবা আর কেউ অক্ষর বিন্যস্ত করেছে কিংবা আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী বা অন্য কোন পবিত্র আইম্মাদের কাউকে আল্লাহতালার নিকটে পূর্বের আম্বিয়াদের তুলনায় উত্তম বলে, যেরূপ আমাদের দেশে (রাফেযীরা) সাফ সাফ বলে থাকে এবং আমাদের সময়ে তাদের মুজতাহিদগণ ব্যাখ্যা করে থাকে, তাদের জন্য হুকুম হল তারা অকাট্য দলীল অনুযায়ী

কাফের। তাদের জন্য হুকুম হল মুরতাদদের ন্যায়।
যেরূপ হিন্দিয়াতে জাহেরীয়া হতে, হাদিকাতুন নাদিয়া'তে বিদ্যমান।

---

১০৬ তম উরসে রেজবী

মহম্মদ মেহেদী হাসান জামালী

ভূমিকা

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শরীফে ২৩,২৪,২৫ সফর মোতাবেক ২৯,৩০,৩১ আগস্ট পূর্ণ সমারোহে পালিত হল উরসে রেজবী। ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শায়েখুল ইসলাম অল মুসলেমিন আস শাহ ইমাম আহামাদ রেযা খান মুহাদ্দিসে বেরেলবী রহমতুল্লাহ আলায় এর পবিত্র ১০৬ তম উরস মুবারক ছিল এই বছর।

২। জনসমাগম - ভারতের প্রথম সারির প্রিন্ট মিডিয়া'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এই উরসে যোগদান করেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর পাশাপাশি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, নেপাল প্রভৃতি সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। বেরেলী শরীফের আঞ্চলিক মিডিয়া দ্য লিডারের প্রতিবেদন মতে,

বিগত বছরগুলির চেয়ে এই বছর রেকর্ড সংখ্যক লোকের জমায়েত হয় বেরেলী শরীফে,

আমাদের পশ্চিম বাংলার হাজার হাজার উলেমা, মাশায়েখ, ত্বলাবা ও আম মুসলমান উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি (মহম্মদ মেহেদী হাসান) উপস্থিত ছিলাম পীরে তরিকাত রাহবারে শরিয়াত নওয়াসা ও জাঁনশীনে হুজুর মুফতীয়ে আযম হজরত আল্লামা আস শাহ সুফি হুজুর জামাল রেযা খ ান মাদ্দাজিল্লাহুল নূরানী সাহেব কিবলার'র খানকাহ শরিফে। সেখানে একজন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যক্তি এলেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন তিনজন হুজুর মুফতীয়ে আযমের খলিফা আছেন, তাঁদেরই একজন সেই ব্যক্তিকে হুজুর জামালে মিল্লাতের খানকাহ জিয়ারত করতে বলেছিলেন, কারণ এই খানকাহ শরিফই ছিল হুজুর মুফতীয়ে আযমের বাসগৃহ ও দারুল ইফতা।

৩। বিশেষত্ব - উরসে রেজবী আর পাঁচটা উরসের মতো আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। এই উরুস ইমামে ইল্ম ও ইরফান এবং ইমামে ইশক ও আদাব ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে আযমের। বেরেলী শরীফে সকল বুজুর্গের খানকাহের পাশাপাশি তিনটি স্থানে বড় জালসা হয়ে থাকে।

প্রথমত, ইসলামিয়া ইন্টার কলেজে।

দ্বিতীয়ত, আল জামিয়াতুর রাযা'র ময়দানে।

তৃতীয়ত, আল জামিয়া নূরীয়া'র প্রাঙ্গণে।

দেশ বিদেশের বড় বড় ইসলামিক স্কলার, মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, মাশায়েখগণ এই

জালসায় বক্তব্য রাখেন মুসলিম সমাজকে দ্বীন ও দুনিয়ার পথে চলার পথনির্দেশনা দান করে থাকেন।

৪। ১০৬ তম উরসে রেজবীর পয়গাম -

দ্বীনি বিষয়ে -

ক) সর্বদাই আল্লাহর প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা, আদব ও তাযীম হৃদয়ে পোষণ করতে হবে। নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত শরিয়তের উপর আমল করতে হবে। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে।

খ) রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সকল সাহাবা'র তাযীম ও আহলে বায়াতকে মুহাব্বাত করতে হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে চুল পরিমাণ গুস্তাখি বরদাস্ত করা যাবে না।

গ) বিশেষ করে শিয়া মতোবাদের বিরোধিতা ও সুলহেকুল্লীয়াতের বিরোধিতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল ১০৬তম উরসে রেজবীতে। এ প্রসঙ্গে উরসে রেজবীতে আগত মারেহেরা শরীফের সাহেবে সাজ্জাদা রফিকে মিল্লাত সৈয়দ নাজিব হায়দার বারকাতী মাদ্দাজিল্লাহুল আ'লী বলেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন প্রথম খলিফা, হজরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন দ্বিতীয় খলিফা, হজরত উসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন তৃতীয় খলিফা এবং হজরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন চতুর্থ খলিফা। সকল সাহাবী

সম্মানের যোগ্য। হজরত আমির মুয়াবিয়ার তাজিমও আমাদের করতে হবে।

কিছৌছা শরিফ থেকে আগত সৈয়দ জামি আশরাফ মিঞা নব্য রাফেজি শিয়া ফিতনার কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। নারা লাগানো হয় - 'হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতি জান্নাতি।'

জামেয়েতুর রাযা থেকে সুলহেকুল্লীদের রদ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারীসাহেব ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমাকে জানান, পশ্চিমবাংলাতেও শিয়া মতবাদ এবং সুলহেকুল্লী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তিনি জোর দিয়ে বলেন, পশ্চিম বাংলায় দারুল হুদা সুলহেকুল্লীয়াতের বীজ ছড়াচ্ছে এবং এদের বিরোধিতা না করলে আগামী দিন হানাফি মাজহাবের ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ফাসিক ও ফাজির।

ঘ) মাসলাকে আ'লা হজরতের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় থাকার বার্তা দেওয়া হয়। সকল উলেমাগণ বলেন, বর্তমানে হক্ব ও বাতিল চেনার কষ্টিপাথর হল মাসলাকে আ'লা হজরত।যারাই মাসলাকে আ'লা হজরতের বিরোধিতা করেছে তারাই পরবর্তীতে নবী বা সাহাবী বা আহলে বায়াতের গুস্তাখ প্রমাণিত হয়েছে । তাই সর্বাবস্থায় মাসলাকে আ'লা হজরতের দামান ধরে থাকা একান্ত জরুরী।

সামাজিক বিষয়ে -

হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র অমর উজালার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উরসে রেজবীতে মুসলমানদের শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মুসলিম

মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়। বিবাহে পণ প্রথার কড়া ভাষায় নিন্দা করা হয়। নেশা, জুয়া, ইন্টারনেটের আঙ্গ সক্তির বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করার কথা বলা হযদরগাহ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে গরীব মানুষদের দুরারোগ্য ব্যাধির অপারেশনের খরচ দেওয়া হয়েছে। ১০৬ তম উরস উপলক্ষে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১০৬ জন মুসলিম মেয়ের বিনামূল্যে কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে কম্পিউটার শিক্ষা,কোচিং করানো হচ্ছে। যাদের মধ্যে এখনো অবধি ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম বি বি এস পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

অর্থনৈতিক বিষয়ে -
মুসলমানদের অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ার আহ্বান করা হয়, এক্ষেত্রে ব্যবসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাজনৈতিক বিষয়ে -
মুসলমানদের ত্যাগের ফলেই ভারত স্বাধীন হয়, তাই কারও কাছ থেকে মুসলমানদের দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন নাই এবং ভারতের মুসলমান সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল বলে দাবি করা হয়। নিরাপরাধ মুসলমান যারা কারাবন্দী হয়ে আছেন তাদের এবং বিশেষ করে মুফতি সালমান আজহারীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।অনেক জনগণ প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে আসে মুফতি সালমান আজহারী সাহেবের মুক্তির দাবি জানিয়ে প্রদর্শন করে বিরোধিতা করা হয়। এছাড়া ওয়াকাফ বোর্ডের ওপর কোনো রকম হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা হয়।

৫। বইমেলা - সাহেবে উরস ইমাম আহামাদ রাযা খান রহমতুল্লাহ আলায় নিজেই কলম সম্রাট ছিলেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের শতাধিক শাখায় কমবেশি ১৪০০ পুস্তকের রচয়িতা। তাই তাঁর অনুসারীদের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। উরসে রেজবীতে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বইমেলা বসেছিল। দেশ বিদেশের ইসলামিক স্কলারদের লেখা বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইগুলো বিক্রি হচ্ছিল বইগুলো বেশির ভাগ ছিল উর্দু ও আরবি ভাষায়। এছাড়া হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার বইও ছিল সেখানে। তিন দিনে আনুমানিক কয়েক'শ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

৬। আতিথিয়েতা - বেরেলী শরীফের জনগণ বরাবরই অতিথিপরায়ণ। এবছরও খানকাহ শরিফের পাশাপাশি সাধারণ বাসিন্দারাও জায়গায় জায়গায় বিরিয়ানি, পানি, চা প্রভৃতির লঙ্গর খুলে উরসে রেজবীতে আগত মেহমানদের আতিথিয়তা করেছে। উরসের সময় অন্য কোনো শহরে বেরেলী শরীফের ন্যায় এমন আতিথিয়তার নজির পাওয়া যায় না।

৭। কুলশরিফ- সফর মাসের ২৫ তারিখ দুপুর ২টা বেজে ৩৮ মিনিটে কুল শরীফ পাঠ হয়। এরপর সারা বিশ্বের মুসলমানদের সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ও দোজাহানের সফলতা কামনা করে আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে তিন দিবসীয় মহান উরসে রেজবীর সমাপ্তি ঘটে। প্রেমিকগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে হৃদয়কে রূহানীয়াতে ভরপুর

করে পাড়ি দেন বাড়ির পথে, আগামী বছর পুনরায় বেরেলী শরীফ আসার নিয়ত করে।।

প্রিয় নাবীর আগমন

প্রিয় নাবীর আগমণ, আল্লাহি আল্লাহ।
খুশিই মত্ত এ ভূবন আল্লাহি আল্লাহ।।
যাঁর সৃষ্টি না হলে হত না জগৎ,
আদম হতে ঈসা পেলেন নবুওত।
এ যে আক্কার নুরের শান ।
আল্লাহি আল্লাহ।।
কাঁকর পাথর নাবীর কলমা পড়ে,
ঈশারায় সূর্য আকাশে আসে ফিরে।
এ যে আঙ্গুলেরই শান।
আল্লাহি আল্লাহ।।
কভু কাদা বালুতে পড়েনি নিশান
রেখেছে নিশান পাথর ও ময়দান
এ যে নালাইনের শান ।
আল্লাহি আল্লাহ।।
চাঁদ তারা সব দেখে লজ্জিত হয়
তাঁরই নুরে সকল আলোকিত হয়,
এ যে চেহারারই শান।
আল্লাহি আল্লাহ।।

মাদিনা হতে দেখেন বিশ্বভূবন
সারা হতে লা মাকা করেন দর্শন
এ যে নয়নের ই শান,
আল্লাহি আল্লাহ।।
যা হয়েছে আর হবে যা পরে,
করেন প্রদান খোদা নবীর তরে।
ইলমে নাবীর এই শান।
আল্লাহি আল্লাহ।।
আওয়াজ উচ্চ যেথায় বেআদবী হয়,
যার হুকুম কোরআনে সাক্ষ্য যে রয়।
এ যে আদবের মাকাম।
আল্লাহি আল্লাহ।।
নাবীর শানে বেআদবী করবে যে জন
আবু জাহিলের মত হবে তার মরণ
এ যে দোযখীর পেহচান।
আল্লাহি আল্লাহ।।
ওসিলা বিনা জান্নাতে যাবে না কেহ
পেয়েছে গরীব ধনী আক্কার স্নেহ।
কর আরিফ গুণগান।
আল্লাহি আল্লাহ।।

মাইয়েতকে কবরে কাত করে শোয়ানোর শরয়ী বিধান

মৌলানা সালমান রেজা হোসাইনি

মানব জীবনের সবথেকে চরম সত্য হলো মৃত্যু, মানব হিসাবে যখন আমরা জন্ম নিয়েছি তখন মৃত্যু আমাদের হবেই, পবিত্র কালামুল্লা শারিফের মধ্য আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ প্রত্যেক নাফসকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের দুনিয়াবি জীবন ও আখেরাতের জীবনের মূল দ্বার হলো কবর, এই পৃথিবী নামক পান্থশালাথেকে একিদন আমাদের সকলকেই আমাদের আসল বাসস্থান কবরে যেতে হবেই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের উত্তম দ্বীনের অনুসারী ও সর্বত্তম নাবীর উম্মাত করে পাঠিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সমাজে মাইয়েত অর্থাৎ মুর্দাকে কবরে শোয়ানোর পদ্ধতি নানান জায়গায় নানান রকম ভাবে করা হয়ে থাকে আজ আমরা জানবো কবরে মাইয়েতকে শোয়ানোর সঠিক পদ্ধতি কীরুপ!

হাদিসের আলোকে কবরে মাইয়েতকে শোয়ানোর পদ্ধতি-

হজরত শেরে খোদা মওলা আলি আল মুর্তাজা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর এরশাদ করেন, প্রীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যাক্তির জানাজায় তাশরিফ আনেন ও এরশাদ করেন, হে আলি! মুর্দাকে কিবলামুখী রাখো ও সকলে তবিসমিল্লাহি ও আলা মিল্লাতি রাসুলুল্লাহিদ পাঠ করো এবং মুর্দাকে কাত করে রাখো, মুখের দিকে উল্টে ও পিঠের দিকে চিত করে রেখো না।

ফিকহে হানাফির আলোকে-

ফতওয়া এ আলমগিরির মধ্যে

উল্লেখ রয়েছে

ويوضع فى القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة"

فتاويهنديه، كتاب الصلاة، الباب الحادىS والعشرون، الفصل السادس، ج01، ص166، كوئٹه

অর্থাৎ মাইয়েতকে ডান কাতকরে কিবলা মুখী করে রাখতে হবে।

প্রসিদ্ধ কিতাব দুর্রে মুখতারের মধ্য উল্লেখ রয়েছে

ويوجه اليها وجوبا وينبغى كونه على شقه"

درمختار باب الصلواة الجنائز ۱/۲۲۹Sاالايمان

অর্থাৎ জরুরি হলো তাকে কিবলা মুখী করে রাখা ও ডান দিকে কাত করে রাখা।

ওলামায়ে দেওবান্দের মত-

তকবরে মাইয়েতকে কাত করে কিবলামুখী করে রাখা সর্বত্তম ত

(ফতওয়া এ রাশিদিয়া পৃঃ২২৯)

ওলামায়ে ফুরফুরার মত-

১)লাশকে পশ্চিম মুখ করিয়া ডাহিন কাত করিয়া রাখিবে, কেবলা মুখ করিয়া রাখা ওয়াজেব কিম্বা ছুন্নত ইহাতে মতভেদ হইয়াছেদ (মাওলানা রুহুল আমিন বসিরহাটি কৃত ফতওয়া এ আমিনিয়া খঃ ৪ পৃঃ ৫)

২) তাহাকে (অর্থাৎ মাইয়েতকে) ডাহিন কাত করিয়া কেবলা মুখী করিয়া রাখিবে।

(মাওলানা রুহুল আমিন বসিরহাটি কৃত দাফনও কাফনের বিস্তারিত মাসায়েল পৃ৪৪)

৩) কবরে লাশের মুখ কিবলার দিকে করে দিতে হবে। মাইয়েতের ডান কাত করে শুইয়ে দেওয়া ভালো।

(মাওলানা তাজাম্মুল হক কৃত আকায়েদ মাসায়েল ও ফাদায়েল পৃঃ১১৯)

৪) মুর্দাকে কবরে রাখিয়া ডাহিন করাটে(পার্শে) কেবলামুখী করিয়া দেওয়া সুন্নাত।

(সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী কৃত ফাতাওয়ায়ে সিদ্দিকীয়া খ১ পৃ১৬৬)

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমা এরশাদ করেন উত্তম পদ্ধতি হলো মাইয়েতকে ডাহিন কাতকরে কিবলামুখী শোয়ানো। তার পিছনে নরম মাটি বা বালুর দ্বারা ঠেস দিয়ে দেওয়া। (ফাতাওয়া এ রেজবিয়া শারিফ খঃ ৯ পৃঃ৩৭২)

উল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ডান কাতে শোয়ানোর সুন্নাত। কিন্তু কোন কোন এলাকায় মৃত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ডান কাতে না শোওয়ায়ে, চিৎ করে শোওয়ায়ে শুধুমাত্র চেহারাকে কিবলামুখী করা হয়। এই পদ্ধতি সুন্নাত সম্মত নয়। আফসোসের কথা হচ্ছে, মুখে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকায় শোয়ানোর কথা স্বীকার করি, অথচ কাজ করা হয় তার ঠিক উল্টো।

অর্থাৎ মৃতব্যক্তিকে কবরে চিৎ করে শোয়ায়ে শুধুমাত্র চেহারা কেবলামুখী করা হয়, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে শিক্ষা দেননি। এ ব্যাপারে শরীআতের মাসআলা হল, জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাতে শয়ন করে, মুর্দাকে সেভাবে কবরে ডান কাঁতে শোয়ানো সুন্নাত। চিৎ করে শোওয়ায়ে ঘাড় মুচড়িয়ে শুধুমাত্র চেহারাটাকে কোন রকমে কিবলামুখী করা শরীয়াত সম্মত নয় বরং সম্পূর্ন ডান কাঁতে শোয়াবে, যাতে স্বাভাবিক ভাবে চেহারা কিবলামুখী হয়ে যায়। কারণ শরীআতে সীনা গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন, নামাযে মুখ ঘুরে গেলে নামায মাকরূহ হয়, কিন্তু নামাজ ভঙ্গ হয় না, অথচ সীনা ঘুরে গেলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়

সুতরাং আমাদের সমাজে যে সীনা আসমানে দিকে রেখে চিৎ করে শুইয়ে দাফন করার তরীকা চালু হয়ে গেছে তা পরিবর্তন করা জরুরী।

রবিউল আওয়াল মাসের ক্যুইজ (১৪৪৬ হিজরী)

১। নবী করীম রউফুর রহীম হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন?

২। শাফিউল মুজনেবীন হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সম্মানিত পিতা ও মাতার নাম কী ?

৩। অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর সর্ব প্রথম অহী অবতীর্ণ হয় কোন পর্বতে?

৪। মাহাবুবে রব্বুল আলামীন হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন তারিখে সশরীরে মিরাজ হয় ?

৫। তাজদারে মাদিনা মালিকে কুল হজরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদিনা শরীফে হিজরতের পূর্বে মদিনা শরীফের নাম কী ছিল?

৬। বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত হিজরি সনে?

৭। কোন সাহাবীর হাতে খায়বারের দূর্গ বিজয় হয়েছিল?

৮। কোন যুদ্ধে সায়্যেদিনা হজরত আমীর হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন?

৯। রহমাতুল্লিল আলামীন হজরত মহম্মদ মুস্তাফা কোন সাহাবীকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন?

১০। 'মুহাজির' ও 'আনসার' কাদের বলা হয়?

বিঃ দ্রঃ-

১.সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে নির্বাচিত তিনজনকে ১১১ টাকা করে পুরস্কিত করা হবে।

২.উত্তর পাঠাতে হবে এ মাস (রবিউল আওয়াল ১৪৪৬)-এর মধ্যেই।

৩.উত্তর পাঠাতে নিচের কোড স্ক্যান করে ওয়াটস অ্যাপ করুন।

সফর মাসের ক্যুইজের উত্তর

১ হুজুর আ'লা হজরতের তারিখী নাম কী ছিল?
উত্তর - আল মুখতার।
২। আলা হজরতের উপর লিখিত বৃহৎ জীবনীগ্রন্থটির নাম কী?
উত্তর - হায়াতে আলা হযরত।
৩। কোন পুস্তকের উপর বর্ধিত হাশিয়া লিখে হুজুর আ'লা হজরত 'আল মুতামাদ আল মুসতানাদ' নাম দিয়েছিলেন?
উত্তর - আল মুতাকাদুল মুনতাকাদ।
৪। 'তামহিদে ইমান' রচিত হয় কত সালে?
উত্তর - ১৩২৬ হিজরি / ১৯০৮ খ্রীঃ।
৫। 'শুমউল আল ইসলাম লি উসুলি-র রাসুলিল কিরাম' - গ্রন্থটি কোন বিষয়ে রচনা করে আলা হজরত?
উত্তর - নবীজীর পিতা মাতার ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে ।
৬। 'ফতোয়া হারামাইন' এর মধ্যে নাদওয়াতুল উলামার ব্যাপারে কতগুলি প্রশ্নের উত্তর ছিল?
উত্তর - ২৮ টি।
৭। মহিলাদের কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে আলা হজরতের ফতোয়া কী?
উত্তর - মাকরুহ তাহরীমী / নাযায়েজ।
৮। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মারেহেরা শরীফের কোন শায়েখ কে নিয়ে আলা হজরতের দরবারে এসেছিলেন?
উত্তর - সৈয়দ মাহাদী হাসান বারকাতী মারেহেরাভী রহমতুল্লাহ আলায়।
৯। আলা হজরত ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে হুজুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ কে সুরা ইয়াসিনের সাথে আর কোন সুরা তেলাওয়াতের নির্দেশ দেন?
উত্তর- সূরা আর রাদ।
১০। আলা হজরত ওফাতের পর কাকে গোসল দেওয়ার ওসিয়ত করেন?
উত্তর - আল্লামা আমজাদ আলী আজমী রহমতুল্লাহ আলায়।

প্রকাশিত হয়েছে

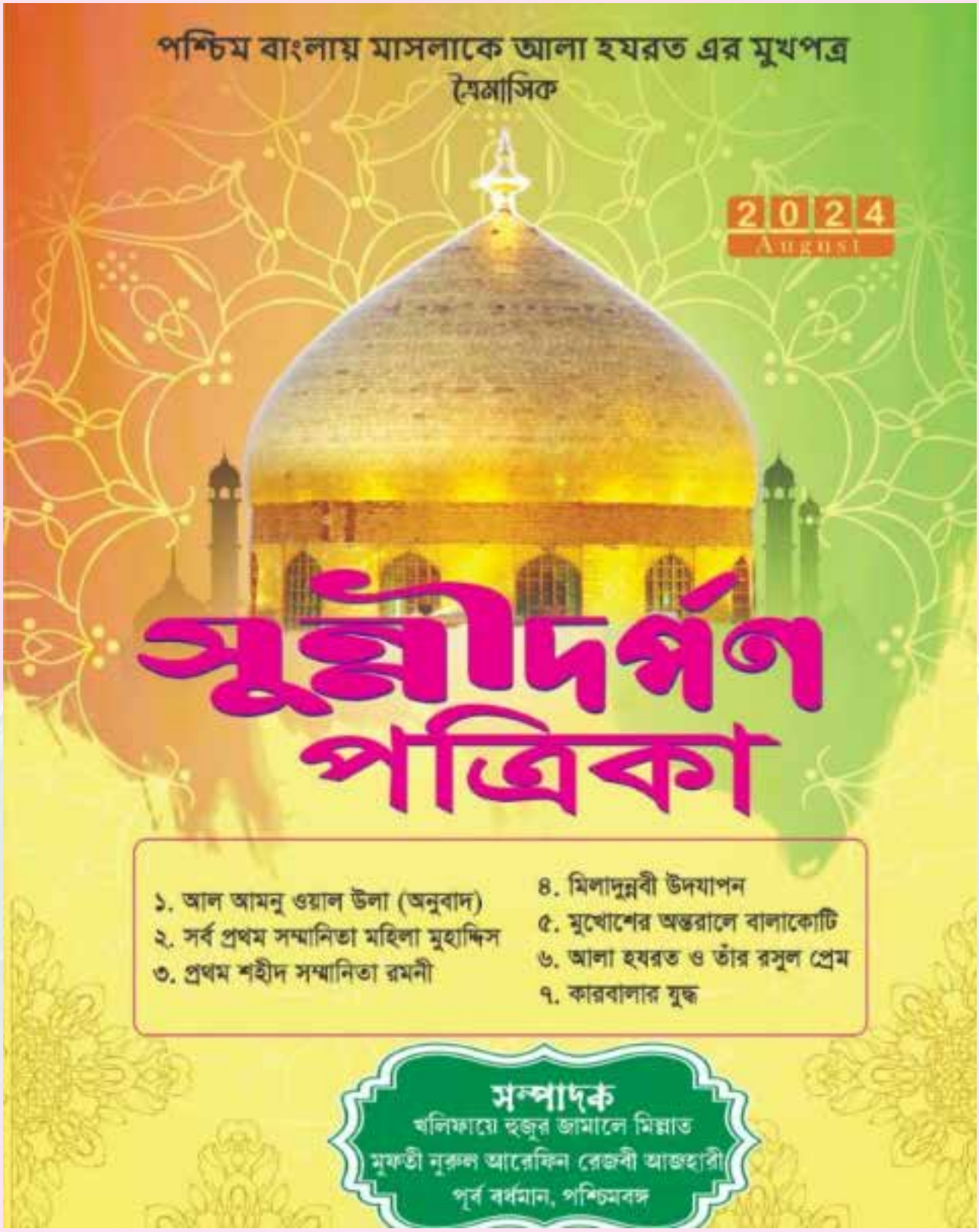

পত্রিকা সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ